তারিখ 22 DEC 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

দৈনিক সংবাদ

সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপকবৃন্দের পদোন্নতি প্রসঙ্গ

সম্প্রতি সরকারী কলেজসমূহে ৭০১ জন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুসৃত কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৮৪ সালে এরূপ পদোন্নতির ক্ষেত্রে একজন সহকারী অধ্যাপকের মোট চাকরিকাল ১২ বছর এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরিকাল ৪ বছর পূর্ণ হলেই তাকে পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এবারে একজন সহকারী অধ্যাপকের কেবলমাত্র সহকারী অধ্যাপকের চাকরিকাল বিবেচনা করেই তাকে পদোন্নতির তালিকাভুক্ত করা হয়। ফলে একজন সহকারী অধ্যাপকের মোট চাকরিকাল ২০/২১ বছর এবং সহকারী অধ্যাপকের চাকরিকাল ৫/৬ বছর হওয়া সত্ত্বেও তিনি তালিকা হতে বাদ পড়েন। অপরদিকে একজন সহকারী অধ্যাপক যার মোট চাকরিকাল ১৭/১৮ বছর কিন্তু সহকারী অধ্যাপকের চাকরিকাল ৭/৮ বছর তিনি তালিকাভুক্ত হন। ফলে একজন বয়োকনিষ্ঠ কলেজ শিক্ষক একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের (সরকারী কলেজের মোট চাকরিকাল বিবেচনায়) উপরের পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন।

তদুপরি পদোন্নতির জন্য প্রস্তুতকৃত এবং সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ৮৮৪ জনের মধ্যে অনেক প্রবীণ কলেজ শিক্ষকের নাম পরবর্তীতে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে তারা ক্যাডারভুক্ত নয় এই অজুহাত দেখিয়ে। যাদের বাদ দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেরই মোট সরকারী চাকরিকাল ২০/২১ বছর এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরিকাল ৫/৬ বছর। কিন্তু এদের নাম ক্যাডারভুক্ত না হওয়ার জন্য এরা আদৌ দায়ী নন এবং ক্যাডারভুক্ত না হওয়ার জন্য তারা পদোন্নতি পাবেন না এরূপ কোন শর্তাধীনে তাদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এই সকল সহকারী অধ্যাপককে তাদের সরকারী চাকরির মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ক্যাডারভুক্ত না করেন তবে তারা চিরদিনের জন্য পদোন্নতি হতে বঞ্চিত হবেন, কারণ তাদের চাকরির মেয়াদকাল পূর্ণ হতে আর সামান্যই বাকী আছে। এইভাবে তাদেরকে পদোন্নতি হতে বঞ্চিত করা মৌলিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী নয় কি?

দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার স্বৈরাচার সরকার কর্তৃক সৃষ্ট এবং প্রচলিত সকল অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। তাই অনিয়মের এবং স্বেচ্ছাচারিতার শিকার ঐ সকল প্রবীণ কলেজ শিক্ষকের আশু পদোন্নতির বিষয়টির প্রতি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর প্রতিকারের জন্য আকুল আবেদন জানাই।

মোঃ আমীর হোসেন
বি, এ (সম্মান) এম এ,
৩৭, সাগরদী, বরিশাল।

27

53